

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৭, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪১৪ বঙ্গাব্দ/০৭ এপ্রিল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ১১ (মুখ্যঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২০ চৈত্র, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০৩ এপ্রিল, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ১১, ২০০৮

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত
অধ্যাদেশ

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু, সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আণ্ড ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) স্ননুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই অধ্যাদেশ উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(১৯৮৭)

মূল্য : টাকা ২.০০

২। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (এ) এর “৬(গ)” সংখ্যাটি, অক্ষর ও বন্ধনীর পরিবর্তে “৬(খ)” সংখ্যাটি, অক্ষর ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দ্বিতীয় শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ দুইটি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“তবে শর্ত থাকে যে, কোন উপজেলার এলাকাভুক্ত কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বাতিল হইবার কারণে দফা (খ), (গ) বা (ঘ) এর অধীন তাহারা উপজেলা পরিষদের সদস্য থাকিবেন না এবং এইরূপ সদস্য না থাকিলে উক্ত উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ণ হইবে না :

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন উপজেলা পরিষদ গঠিত হইবার পর উহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোন নূতন পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হইবার কারণে উপজেলা পরিষদের পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত দফা (ঘ) এর অধীন সদস্য সংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না এবং এই কারণে বিদ্যমান উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ণ হইবে না।”।

৪। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“১৭। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়।—(১) নিম্নবর্ণিত সময়ে চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) প্রথম তফসিলভুক্ত উপজেলাসমূহের ক্ষেত্রে, এই আইন বলবৎ হওয়ার পর তিনশত ত্রিশ দিনের মধ্যে;

(খ) ধারা ৩(২) এর অধীনে ঘোষিত নতুন উপজেলার ক্ষেত্রে, উক্তরূপ ঘোষণার তিনশত ত্রিশ দিনের মধ্যে;

(গ) পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার ক্ষেত্রে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্ববর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে; এবং

(ঘ) পরিষদ, ধারা ৫৩ এর অধীনে বাতিল হইবার ক্ষেত্রে, বাতিলাদেশ জারীর অনধিক একশত বিশ দিনের মধ্যে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এবং (খ) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দৈবদূর্বিপাকজনিত বা অন্যবিধ অনিবার্য কারণে উক্ত দফাসমূহে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হইলে নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত সময়সীমার পরে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবে।”।

৫। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৪ (১) এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১) এ "সরকার পরিষদের সম্মতিক্রমে" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৫ এর বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ২৫ বিলুপ্ত হইবে।

তারিখ : ২০ চৈত্র ১৪১৪ বঙ্গাব্দ
০৩ এপ্রিল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল

ভারপ্রাপ্ত সচিব।